

A. ডাকা (যাত্রাপুস্তক ৩)

🔥 পুড়ন্ত ঝোপ (যাত্রাপুস্তক ৩:১-৬)

- মিদিয়ানে মোশির অতিবাহিত ৪০ বছর সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়: তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, এবং তিনি স্বশুরের জন্য একজন রাখাল হিসেবে কাজ করতেন। এই সময়ে তিনি নিজেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত করেন—ইয়োব ও উদ্ভব (আদি পুস্তক)। এই গ্রন্থগুলো মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপলব্ধি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এক মুহূর্তেই সবকিছু বদলে যায়।
- হোরেবে (সিনাই পর্বত) মোশির সামনে ঈশ্বরের এক দূত একটি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে উপস্থিত হন (যাত্রাপুস্তক ৩:১-৩)। কিন্তু এই দূত আসলে কে ছিলেন? — তিনি স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন (যাত্রা ৩:৪)। দেহধারণ করার আগেও যিশু বারবার “প্রভুর দূত” রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন (আদি ২২:১১-১৭; বিচারক ৬:১১, ১৬; ১৩:১৭-২২; সখরিয় ৩:১-২)।
- মোশির সাথে কথা বলার সময়, ঈশ্বর নিজেকে আব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। ধারণাটি স্পষ্ট ছিল: ঈশ্বর এই পিতৃপুরুষদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এবং ইস্রায়েলকে কনান দেশ দেওয়ার জন্য নেমে এসেছিলেন (আদিপুস্তক ১২:৭; ২৬:৩; ৪৮:৩-৪)।

📖 ঈশ্বরের আদেশ (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-১২)

- ঈশ্বর নিজেকে একটি কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেন; তিনি ব্যবহার করেন কাজের ক্রিয়া: *দেখেছি, নেমে এসেছি, এবং উদ্ধার করব* (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)।
- ১) **দেখেছি:** ঈশ্বর মানুষের কষ্টে উদাসীন নন। তিনি সবকিছু দেখেন। বিশেষ করে নিজের লোকদের প্রতি করা অন্যায় ও কষ্ট তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন (২ রাজা ৯:২৬)।
- ২) **নেমে এসেছি:** ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নন। তিনি আমাদের মাঝে নেমে এসে বাস করেন (যাত্রাপুস্তক. ২৯:৪৫; যোহন ১৪:১৬-১৭)।
- ৩) **উদ্ধার করব:** ঈশ্বর তাঁর সময়ে আমাদের মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন (যিরমিয় ২৯:১১)।
- মোশির কাছে তাঁর পরিষ্কার আদেশ ছিল: মিশরে যাও এবং আমার লোকদের সেখান থেকে বের করে আনো (যাত্রাপুস্তক ৩:১০, ১২)।
- মোশি এই দায়িত্বে পুরোপুরি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আগের মতো নিজের শক্তিতে কিছু করার আগ্রহ বা সাহস ছিল না। তিনি শুধুমাত্র বলতে পারলেন, “আমি কে?” (যাত্রাপুস্তক ৩:১১)।
- অহংকার বিনীততায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তখনই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

🌟 ঈশ্বরের নাম (যাত্রাপুস্তক ৩:১৩-২২)

- প্রতিটি মিশরীয় দেবতার একটি নাম ছিল, কিন্তু ইস্রায়েল “সর্বশক্তিমান ঈশ্বর”-এর উপাসনা করত (যাত্রাপুস্তক ৬:৩)। শতাব্দীর মিশরীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ইস্রায়েলীয়রা জানতে চাইলেন—তাদের উদ্ধারকারীর নাম কী (যাত্রাপুস্তক ৩:১৩)?
- সেই সময় নাম ছিল চরিত্রের প্রতীক। ঈশ্বর নিজেকে পরিচয় দেন তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য দিয়ে: ‘ehyeh’ (আমি আছি)। তিনি চিরন্তন, ছিলেন, আছেন, এবং থাকবেন। তিনি “আমি যে আছি তাই” (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪)।
- সময়ের সঙ্গে এই নামের উচ্চারণ হারিয়ে যায়। ঈশ্বর এটি অনুমতি দেন কারণ নাম নয়, **চরিত্রই আসল**।
- তিনি আমাদের প্রয়োজনে নিজেকে আমাদের কাছে তুলে ধরেন: আমরা তাঁকে ডাকতে পারি “রক্ষক,” “চিকিৎসক,” “সংস্থানকারী,” “পিতা,” অথবা “ভালোবাসা” নামে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈশ্বর চান আমরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করি।

B. দায়িত্ব পালন (যাত্রাপুস্তক ৪):

🙄 অজুহাত ও পাল্টা প্রতিশ্রুতি (যাত্রাপুস্তক ৪:১-১৭)

— ঈশ্বরের দায়িত্ব না নেওয়ার আগে মোশি চারটি "নিখুঁত" অজুহাত দেন। প্রতিটির উত্তরে ঈশ্বর একটি করে প্রতিশ্রুতি দেন:

অজুহাত	প্রতিশ্রুতি	প্রয়োগ
“আমি কে?” (৩:১১)	“আমি তোমার সঙ্গে থাকব” (৩:১২)	ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের নিজের মধ্যে নয়, বরং এই সত্যে নিহিত যে ঈশ্বর নিজেই আমাদের শক্তি জোগান। তিনি যেমন মোশির সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদের সঙ্গেও থাকবেন।
“তোমার নাম কী?” (৩:১৩)	“আমি যে আছি তাই” (৩:১৪)	ঈশ্বর চিরন্তন, বিশ্বস্ত, এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন।
“তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না” (৪:১)	“তারা তোমার নিদর্শন দেখে বিশ্বাস করবে” (৪:৮)	ঈশ্বর মোশিকে অলৌকিক শক্তি দেন এবং মানুষের অন্তরে বিশ্বাস জাগান। যিশুও আমাদের একই প্রতিশ্রুতি দেন (মার্ক ১৬:১৭-১৮)।
“আমি ভালোভাবে কথা বলতে পারি না” (৪:১০)	“আমি তোমাকে শেখাবো তুমি কী বলবে” (৪:১২)	যিনি জিহ্বা সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রয়োজনীয় কথাগুলো সময়মতো আমাদের মনে এনে দেবেন (যাত্রাপুস্তক ৪:১১; লূক ১২:১১-১২)।

— অবশেষে ঈশ্বর বলেন: “আর অজুহাত নয়; তুমি পারবে এবং তুমি করবে” (যাত্রাপুস্তক ৪:১৪-১৭)।

👤 মিশরে ফেরা (যাত্রাপুস্তক ৪:১৮-৩১)

- মোশি প্রথমে তাঁর স্বশুরের অনুমতি নেন (৪:১৮) এবং তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন (৪:২০)।
- পথে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটে: ঈশ্বর মোশিকে হত্যা করতে চান (৪:২৪)।
- সিন্ধোরা বুঝতে পারেন কী ঘটছে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেন: তিনি তাদের পুত্রকে খৎনা করেন (৪:২৫)।
- মোশি (স্ত্রীর প্রভাবে) নিজের পুত্রকে খৎনা করাননি, যা ঈশ্বরের সঙ্গে করা চুক্তিভঙ্গ ছিল (আদি ১৭:১০)।
- ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশ মানতে অস্বীকৃতি মোশিকে নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য করে তুলেছিল। এই সমস্যা মেটাতে হতো, তবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারতেন।